ISSN 2393-9214 INDEXED

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত
উত্তরবঙ্গের মননঋদ্ধ বাংলা ত্রৈমাসিক

কিরাত ভূমি ৩৩

XXXIII বর্ষ (তেত্রিশ)
১৪২৬ /2019

বর্ষা সংখ্যা
৪ নং

সম্পাদক ঃ ড. সুজিত ঘোষ ■ সুমন রায়

ঔপনিবেশিক, উত্তর ঔপনিবেশিক অসমীয়া বাঙালি সম্পর্কের সালতামামি

শেষাদ্রি প্রসাদ বসু

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অঞ্চল প্রীতির উদাহরণ অপ্রতুল নয়। গ্রাম, গঞ্জ, শহর, কসবা ঘিরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্লাঘাবোধ এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের নির্মাণের সালতামামি সুপরিচিত। বাঙালী বনাম বিহারী, উড়িয়া, অসমিয়া অস্মিতার ঠোকাঠুকি থাকলেও তা তখন প্রবল সংঘর্ষের আকার ধারণ করেনি। গঙ্গা তীরবর্তী পাটকলগুলি, সেলুনে রেলস্টেশনে, অবাঙালীদের উপস্থিতিতে বহুকাল ধরেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অবাঙালী উদ্যোগপতিদের অবস্থান আমাদের কখনো কখনো গাত্রদাহের কারণ হলেও তার সামগ্রিক অভিঘাত নিতান্তই নিরীহ।

'বাঙালীর প্রতি ঈর্ষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল "পাট বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিস, ভারত গভর্ণমেন্ট পাটের সমগ্র রপ্তানী শুল্ক গ্রাস করিতেন। বহুকাল আবেদন-নিবেদনের পরে এবার বড় কর্তাদের কিঞ্চিৎ কৃপা হইয়াছে, তাঁহারা পাটের রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক বাংলাদেশকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে বোম্বাইওয়ালাদের চোখ টাটাইয়া উঠিয়াছে। আইনসভায় মালসীর দল মল্লবেশ ধরিয়া বাংলার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন - বোম্বাইয়ের মিলওয়ালারা আজ তো বাংলার বিরুদ্ধে বড় লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, আজ তাহাদের যে বাড়ির উপর বাড়ি, বোঝার উপর বোঝা, সে কাহাদের কল্যাণের? স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙালীদের উদার স্বদেশিকতাই প্রাদেশিক সংকীর্ণতার গন্ডীকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিয়াছিল (তথ্যসূত্র ঃ দেশ ১ম বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১০ই মার্চ, ১৯৩৪)। জাতীয়তাবাদের প্লাবনে বাঙালীর চেতনায় গন্ডেরিরাম বাটপারিয়ারা ছিল এবং এখনও আছে। তাদের টিটকারি দিয়েছে বাঙালীরা, কিন্তু ভিন্ন রাজ্যের আগন্তুকদের বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে তাদের উপার্জন স্পৃহার কোন রকম ব্যারিকেড সৃষ্টি করেনি। সাদা কলারের চাকরিতে ভাগ বসায়নি বলেই কি এই সহিষ্ণুতা!